

জাবিতে 'বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব' শীর্ষক বক্তৃতামালা শুরু

■ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব' শীর্ষক বক্তৃতামালা শুরু হয়েছে। ছয় মাসব্যাপী এই বক্তৃতামালা আয়োজন করেছে 'বাংলাদেশ দর্শন সংঘ'। গতকাল শনিবার বিকালে বক্তৃতামালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রফেসর ইমেরিটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বক্তৃতামালার সমন্বয়ক ও 'বাংলাদেশ দর্শন সংঘ'র আহ্বায়ক সৈয়দ নিজার আলম, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রেজওয়ানা করিম, শ্রীক্ষা, মো. ইব্রাহীম খালেদ প্রমুখ।

উদ্বোধন শেষে আলোচনা পর্বে প্রফেসর ইমেরিটাস সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'উপনিবেশের উত্তরাধিকার' বিষয়ের উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ শাসন করার পর যাওয়ার সময় ইংরেজরা ধর্মভিত্তিক বৈষম্য রেখে গেছেন। ইংরেজরা এই বর্ষ থেকে চলে গেলেও তাদের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। তাই মানসিকভাবে আমরা ইংরেজদের মতো করেই চলছি। তিনি আরও বলেন, আমরা আধুনিকতা বলতে সাধারণত সমসাময়িক হওয়াকে বুঝি। কিন্তু তা ঠিক না। বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসার নামই হলো আধুনিকতা।

বক্তৃতামালার সমন্বয়ক দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ নিজার আলম জানান, বৈশ্বিকতার নামে বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, ভাষা সর্বোপরি বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে উপনিবেশায়নের প্রভাব ও আত্মসত্তা বা অবেশের আকাঙ্ক্ষা থেকে আগামি ছয় মাসব্যাপী ২১টি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। বক্তৃতামালার অন্য আলোচকদের মধ্যে আছেন- হাসান আজিজুল হক, সলিমুল্লাহ খান, আনু মুহাম্মদ, নাসিম আখতার হোসাইন, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, মোস্তাফা জামান, ফকরুল চৌধুরী, ফয়েজ আলম, আনোয়ারুল্লাহ উইয়া, রায়হান রাইন, ফিরোজ আহমেদ, অরুণ রাই, নোহাম্মদ আজম, মাসউদ ইমরান, জামিদ আজিজ, হিমেল বরকত, পাবেল পার্থ, রেজওয়ানা করিম শ্রীক্ষা, ইব্রাহীম খালেদ।

ছাত্রলীগের বিক্ষোভ-সমাবেশ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। শনিবার বেলা ১২টার দিকে পরিবহন চত্বর থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটকে সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি, সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেল, সহ-সভাপতি আল আমিন সেতু, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপু ও মোশেদুর রহমান।